2340 - জীনদরে জগত

প্রশ্ন

আমি কুরআনে কারীমে জীন সম্পর্কে পড়ছে। কন্তিু, প্রকৃতপক্ষে তাদরে স্বরূপ কী সটো জানি না। যদি সম্ভব হয় তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে তাদরে সম্পর্কে অতরিক্তি তথ্য প্রদান করুন। ওয়াস-সালামু আলাইকুম।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কুরআন-সুন্নাহর দললি জীনদরে অস্তত্বিরে প্রমাণ করছে এবং আরও প্রমাণ করছে যে, এই জগতে তাদরেকে সৃষ্টি করার একটি উদ্দশ্যে রয়ছে। সে উদ্দশ্যেটি হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদত করা; তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ তা'আলা বলনে: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "জ্বনি ও মানুষকে আমি আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করছে।"[সূরা যারয়িাত: ৫৬] তনিি আরো বলনে: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي "হে জীন ও মানুষরে দল! তোমাদরে কাছে কি তোমাদরে মধ্য থকেে রাসূলগণ আসনেি যারা তোমাদরে কাছে আমার আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করত?"[সূরা আন'আম: ১৩০]

জীনদরে জগত একটি স্বতন্ত্র জগত। এর বশিষে কছিু প্রকৃতি রয়ছে। এর এমন কছিু বশৈষ্ট্যি রয়ছে যগেুলোর মানবজাতরি অগোচরে রয়ছে। তাদরে ও মানুষরে মাঝে সাধারণ বশৈষ্ট্যি হলো উভয়রে বুদ্ধমিত্তা ও অনুধাবনশক্তি আছে এবং সঠকি ও ভুল পথ বাছাই করার সক্ষমতা আছ। তাদরেকে 'জীন' বলে অভহিতি করা হয় কনেনা তারা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলনে: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ "সে ও তার দলবল তোমাদরেকে দখেতে পায়; কন্তিু তোমরা তাদরেকে দখেতে পাও না।"[সূরা আ'রাফ: ২৭]

জীনদরে উৎস:

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে জীন সৃষ্টরি উৎস প্রসঙ্গে বলছেনে: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ "তার আগে জ্বীনকে সৃষ্টি করছে প্রচণ্ড উষ্ণ আগুন থকেে।"[সূরা হজির: ২৭] তনিি আরো বলনে: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ "আর জীনকে সৃষ্টি করছেনে ধূম্রবহীন অগ্নশিখিা থকেে।"[সূরা আর-রহমান: ১৫]

হাদীসে বর্ণতি হয়ছে: আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে:

“ফরেশেতারা নূর থকেে সৃষ্ট, জীনরা আগুন থকেে সৃষ্ট, আর আদম আলাইহসি সালাম এমন ব্স্তু থকেে সৃষ্ট যার বর্ণনা তোমাদরেকে দওেয়া হয়ছে।”[হাদীসটি মুসলমি (৫৩১৪) বর্ণনা করনে]

জীনদরে প্রকারভদে:

আল্লাহ তাআলা জীনদরেকে নানা প্রকারে সৃষ্টি করছেনে। জীনদরে মাঝে কউে কউে নানান রূপ ধারণ করতে পার।ে যমেন: কুকুর, সাপ। কউে কউে ডানাবশিষ্টি প্রবহমান বাতাস হয়ে যায়। কউে বশি্রাম গ্রহণ করে তারপর যাত্রা কর।ে আবু সা’লাবা আল-খুশানী বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “জীনরা তনি প্রকার: এক প্রকাররে ডানা আছ,ে তারা বাতাসে উড়ে বড়োয়। আরকে প্রকার সাপ ও কুকুররে রূপ ধারণ কর।ে অন্য প্রকারটি কখনও সফর কর,ে কখনও যাত্রা বরিতি কর।ে”[হাদীসটি ইমাম ত্বহাভী তার ‘মুশকলিুল আছার’ (৪/৯৫) গ্রন্থ,ে ত্বাবারানী ‘আল-কাবীর’ (২২/২১৪) গ্রন্থে বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী মশিকাত (২/১২০৬, ৪১৪৮ নং) গ্রন্থে বলনে: হাদসিটি ‘ত্বহাভী ও আবুশ শাইখ সহহি সনদে বর্ণনা করছেনে]

জীন ও আদম সন্তান:

প্রত্যকে আদম সন্তানরে সাথে একজন জীন সঙ্গী আছ।ে ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “তোমাদরে মধ্যে এমন কউে নইে যার সাথে তার একজন জীন ও একজন ফরেশেতা সঙ্গী হসিবেে নযিুক্ত করে দওেয়া হয়নি। সাহাবীরা জজ্ঞিসে করলনে: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথওে কি?’ তনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললনে: “আমার সাথওে; তবে আল্লাহ তা’আলা আমাকে জীন শয়তানরে ব্যাপারে সাহায্য করছেনে। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করছে।ে তাই সে কখনো আমাকে কল্যাণকর কাজ ছাড়া ভন্নি কোন পরামর্শ দয়ে না।”[হাদীসটি মুসলমি (২৮১৪) বর্ণনা করনে]

ইমাম নববী সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যা গ্রন্থে (১৭/১৭৫) বলনে: ‘সে ইসলাম গ্রহণ করছে ... অর্থাৎ সে মুসলমি ও মুমনি হয়ে গয়িছে।ে এটাই বাহ্যকি অর্থ। কাযী বলনে: জনেে রাখুন, উম্মতরে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শরীর, মন ও জহি্বার ক্ষত্রেে শয়তানরে প্রভাব থকেে মুক্ত। উক্ত হাদীসে সঙ্গী শয়তানরে ফতিনা, ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ও বভি্রান্তি থকেে সতর্ক করা হয়ছে।ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে জানয়িে দয়িছেনে যে সঙ্গী শয়তান আমাদরে সাথইে আছে তাই আমরা যনে সাধ্যমত তার থকেে সতর্ক থাকি।’[সমাপ্ত]

তাদরে শক্তি-সামর্থ্য:

আল্লাহ তাআলা জীনদরেকে এমন শক্তি-সামর্থ্য দয়িছেনে যা মানুষদরেকে তনি দনেনি। তাদরে কছিু সক্ষমতার কথা আল্লাহ জানয়িছেনে। তন্মধ্যে রয়ছে: দ্রুত গমন করা। আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহসি সালামরে সাথে জীনদরে মধ্যকার

এক দত্যৈ অঙ্গীকার দয়িছেলি যে ইয়মেনেরে রাণীর সংিহাসন বাইতুল মাকদসিে এত দ্রুত নয়িে আসবে যা একজন ব্যক্তরি বসা থকেে দাঁড়ানোর মধ্যকার সময়ে হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي

জ্বীনদরে মাঝে এক দত্যৈ বলল: 'আপনি আপনার জায়গা থকেে ওঠার আগইে আমি তা আপনার কাছে নয়িে আসছি। আর এ কাজ করার জন্য আমি অবশ্যই শক্তমিান ও বশ্বিস্ত।' যার কাছে কতিাবরে জ্ঞান ছলি সে বলল: 'আপনার চোখ আপনার দকিে ফরোর আগইে (চোখরে পলকরে মাঝইে) আমি আপনাকে তা এনে দবে।' অতঃপর সুলাইমান যখন তার সামনে সংিহাসনটি স্থরি দখেতে পলে তখন বলল: 'এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ'।"[সূরা নামল: ৩৯-৪০]

জীনদরে খাদ্য ও পানীয়:

জীনরো খাদ্য গ্রহণ করে এবং পানীয় পান কর।ে ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "জীনদরে পক্ষ থকেে এক আহ্বানকারী আমাকে নতিে আসল। আমি তার সাথে গলোম এবং তাদরেকে কুরআন পাঠ করে শুনালাম।" রাবী (ইবনু মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু) বলনে: (নবীজী বলনে:) সে আমাদরেকে সাথে করে নয়িে গয়িে তাদরে বভিন্নি নদির্শন ও আগুনরে চহ্নি দখোল। তারা তাঁর কাছে খাদ্য চয়েে বসলে তনিি বললনে: "যে জন্তু আল্লাহর নামে জবাই করা হয়ছেে তার হাড় তোমাদরে খাদ্য। তোমাদরে হাতরে স্পর্শে তা পুনরায় গোশতে পরপিূর্ণ হয়ে যাব।ে পশুর বষ্ঠিা তোমাদরে পশুর খাদ্য।" তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদরেকে (সাহাবীদরেকে) বললনে: "তোমরা এগুলো ঢলিা হসিবেে ব্যবহার করবে না। কনেনা এগুলো তোমাদরে ভাই জীনদরে খাদ্য।"[হাদীসটি মুসলমি (৪৫০) বর্ণনা করনে]

অন্য বর্ণনায়, 'আমার কাছে নাসীবীন অঞ্চলরে জীনদরে প্রতনিধিি দল এসছেলি। তারা ভালো জীন ছলি। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্য চাইলে আমি তাদরে জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম যে তারা যনে কোনো হাড় বা গোবর পলেইে তাতে তারা খাদ্য পয়েে যায়।'[হাদীসটি বুখারী (৩৫৭১) বর্ণনা করনে] সুতরাং যে সমস্ত পশু আল্লাহর নামে যবহে করা হয়ছেে তার হাড় ঈমানদার জীনদরে জন্য। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদরে জন্য আল্লাহর নাম ছাড়া যবহেকৃত পশু বধৈ করনেনি। যে পশু যবহে করার ক্ষত্রেে আল্লাহর নাম নওেয়া হয়নি, তা কাফরে জীনদরে জন্য।

জীনদরে পশু:

ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি উপর্যুক্ত হাদীস অনুসারে জীনরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে খাদ্যদ্রব্য চাইলে তনিি বললনে: ... সব রকমরে বষ্ঠিা ও গোবর তোমাদরে পশুর খাদ্য।

জীনদরে বাসস্থান:

আমরা যে পৃথবিীপৃষ্ঠে বসবাস করি জীনরো তার উপরইে বসবাস করে। পোড়োবোড়ি ও অপরষ্কিার জায়গা যমেন বাথরুম, টয়লটে, আবর্জনা ও কবরস্থানে তারা বশেি পরমিাণে থাকে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে নর্দিশেনা হচ্ছে এই সমস্ত স্থানে প্রবশেরে ক্ষত্রেে সুরক্ষার মাধ্যমগুলো গ্রহণ করা। আর সটো হলো শরীয়তসম্মত যকিরি-আযকার পড়ার মাধ্যমে। এর দলীল হচ্ছে আনাস ইবনে মালকে রাদয়িাল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণতি হাদীস, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচাগারে প্রবশেরে সময় বলতনে: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট দুষ্ট পুরুষ জীন ও নারী জীন থকেে আশ্রয় চাচ্ছি।"[হাদীসটি বুখারী (১৪২) ও মুসলমি (৩৭৫) বর্ণনা করনে] খাত্তাবী বলনে: خُبُث শব্দটি خَبِيْثٌ এর বহুবচন। আর خبائث শব্দটি خبيثة এর বহুবচন। এর দ্বারা উদ্দশ্যে পুরুষ ও নারী শয়তান জীন।

মুমনি জীন ও কাফরে জীন:

মহান আল্লাহ জীনদরে ব্যাপারে বলনে:

(وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15

"আমাদরে মাঝে মুসলমিরো (আত্মসমর্পণকারীরা) আছ, আবার আমাদরে মাঝে বপিথগামীরাও আছে। যারা আত্মসমর্পণ করছে তাঁরাই সঠকি পথ খুঁজে নয়িছে। আর যারা বপিথগামী তারা হবে জাহান্নামরে জ্বালানি।"[সূরা জীন: ১৪-১৫]

বরং তাদরে মধ্যে যারা মুসলমি নকেকাজ ও আল্লাহর আনুগত্যরে ক্ষত্রেে তাদরে মাঝওে তারতম্য রয়ছে। আল্লাহ তাআলা একই সূরায় বলনে: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا "আমাদরে মাঝে কতক আছে সৎকর্মপরায়ণ; আর কতক এর ব্যতক্রিম। আমরা হলাম নানান মতরে অনুসারী বভিন্নি দল।"[সূরা জীন: ১১]

এই উম্মতরে প্রথম প্রজন্মরে জীনদরে ইসলাম গ্রহণরে ঘটনা ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা থকেে বর্ণতি হয়ছে: তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়কেজন সাহাবীকে সঙ্গে নয়িে উকায বাজাররে উদ্দশ্যে রওনা করনে। এ সময়ে দুষ্ট জীনদরে ঊর্ধ্বলোকেরে সংবাদ সংগ্রহরে পথে প্রতবিন্ধকতা দখো দলি এবং তাদরে দকিে অগ্নপিণ্ডি নক্ষিপ্তি হল। ফলে শয়তানরা নজি সম্প্রদায়রে কাছে ফরিে আসল। তাদরে সম্প্রদায় জজ্ঞিাসা করল: 'তোমাদরে কী হয়ছে?' তারা বলল: 'আমাদরে ও আকাশরে সংবাদ সংগ্রহরে মাঝে প্রতবিন্ধকতা দখো দয়িছে এবং আমাদরে দকিে অগ্নপিণ্ডি ছুঁড়ে মারা হয়ছে।' তখন তারা বলল: 'নশ্চিয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কছিু ঘটছে বলইে তোমাদরে ও আকাশরে সংবাদ সংগ্রহরে মধ্যে প্রতবিন্ধকতার সৃষ্টি হয়ছে। তাই পৃথবিীর পূর্ব ও পশ্চমি অঞ্চল পর্যন্ত বচিরণ করে দখে, কী কারণে তোমাদরে ও আকাশরে সংবাদ সংগ্রহরে মধ্যে প্রতবিন্ধকতা সৃষ্টি হয়ছে?' ফলে তাদরে যে দলটি তহিামার দকিে গয়িছেলিো,

তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন উকায বাজারের পথে নাখ্লা নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। তারা যখন কুরআন পাঠ শুনতে পেলে, তখন কুরআনের দিকে মনোযোগ দিল। অতঃপর তারা বলে উঠলো: ‘আল্লাহর শপথ! এটিই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এরপর যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল, তারা বলল: ‘হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।’ এ প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সূরা জীন নাযিল করেন। মূলতঃ তাঁর নিকট জীনদের বক্তব্যই ওহীরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে।[হাদীসটি বুখারী (৭৩১) বর্ণনা করেন]

কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব:

কিয়ামতের দিন জীনদের হিসাব নেওয়া হবে। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর বাণী: وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ “আর জীনেরা অবশ্যই জানে যে তাদেরকে হাজির করা হবে।”-এর ব্যাখ্যায় বলেন: ‘হিসাবের জন্য হাজির করা হবে।’[সহীহ বুখারী: বাবু যিকরিল জিন্নি ওয়া-সাওয়াবিহিম ওয়া-ইক্বাবিহিম]

জীনদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা:

জীনরা যেহেতু আমাদেরকে দেখতে পায় কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না সেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে বাঁচার বহুবিধ পন্থা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। যেমন: আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া। সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া।

এছাড়া আল্লাহর কাছে তার এই বাণীর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা:

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

“আর বলুন: ‘হে আমার প্রভু! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। হে আমার প্রভু! আমার কাছে তারা উপস্থিতি হওয়া থেকেও আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।”[সূরা মুমিনুন: ৯৭-৯৮]

অনুরূপভাবে ঘরে প্রবেশ করা, খাবার গ্রহণ করা, পানীয় পান করা, সহবাস করা প্রভৃতির পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা শয়তানকে মানুষের ঘরে রাত্রি-যাপন করা থেকে, মানুষের সাথে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ ও সহবাস করা থেকে বাধা দেয়। একইভাবে শৌচাগারে প্রবেশের আগে ও কাপড় খোলার আগে বিসমিল্লাহ বলা জীনকে মানুষের গোপনাঙ্গ দেখতে ও তার ক্ষতি করতে বাধা দেয়। এর দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “জীন ও মানুষের গোপন অঙ্গের মাঝখানের পর্দা হলো শৌচাগারে প্রবেশকালে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা।”[হাদীসটি তিরমিযী (৫৫১) বর্ণনা করেন। এটি সহীহুল জামে গ্রন্থে আছে]

ব্যক্তরি ঈমান ও দ্বীনরে দৃঢ়তা তাকে জীনরে দ্বারা ক্ষতগ্রিস্ত হওয়া থকেে বাধা দয়ে। বরং এমনও হয় যে তারা যদি কোনো লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় তাহলে ঈমানদার সইে লড়াইয়ে বজিয়ী হয়। এর দলীল হচ্ছে ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহুর বর্ণনা, তনিি বলনে: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে এক সাহাবী এক জীনরে সাক্ষাৎ পলে। তারা কুস্তি শুরু করলে মানুষটা তাকে পরাজতি করে দলি। তারপর মানুষটি তাকে বলল: 'আমি তো দখেতে পাচ্ছি তুমি খুব ছপিছপিে লকিলকিে। তোমার দুই বাহু যনে কুকুররে বাহু। তোমেরা জীনরো কি এমন নাকি তুমি তাদরে মাঝে এমন?' জীন বলল: 'না, বরং আমি তাদরে মাঝে শক্ত-পোক্ত। কন্তিু আমার সাথে আরকেবার লড়াই করো। এবার আমাকে পরাজতি করলে তোমাকে এমন কছিু শখিয়িে দবি যা তোমার উপকারে আসবে।' মানুষটি বলল: 'হ্যাঁ'। সে বলল: 'তুমি আয়াতুল কুরসী পড়বে।' সে বলল: 'হ্যাঁ'। জীন বলল: 'তুমি কোনো ঘরে এই আয়াত পড়লে শয়তান গাধার মত বায়ুত্যাগ করতে করতে চলে যাবে, তারপর সকাল হওয়ার আগে সে ঘরে ঢুকবে না।'[হাদীসটি দারমেী (৩২৪৭) বর্ণনা করনে]

এটি জীনদরে স্বরূপ, প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে সংক্ষপ্তি ববিরণ। আল্লাহই উত্তম সংরক্ষণকারী, তনিি সর্বাধকি দয়ালু।

আরো জানতে শাইখ উমর সুলাইমান আল-আশক্বার রচতি 'আলামুল জন্নি ওয়াশ-শায়াত্বীন' গ্রন্থটি পড়ুন।